দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

004

বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের সম্মানী প্রদান প্রসঙ্গে

বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহকারী রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিপ্রাপ্ত (রাষ্ট্রের গ্যারান্টির ধুয়া তুলে যারা টিকে থাকেন) বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড বলে কতো না ভালো কথা বলেন। ভালো বলেন ; ভালো কাজটি করেন না। জাতির মেরুদণ্ড গড়ায় যারা নিয়োজিত তাদের মেরুদণ্ডহীন করে রাখার কর্মটি তারা করেন। শিক্ষকদের আদর্শ নিয়ে টিকে থাকতে বলেন, খাওয়া-পরার সংগে এর যে কোন সম্পর্ক নেই তা চার মাস তিনমাস পর সম্মানী প্রদান করে বোধ হয় সেই কথাটাই হৃদয়ঙ্গম করাতে চান তারা। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা যা পান তা মাসে মাসে পেলেই চলে না, মাসের পনের দিন চলার কথা নয়, ছোট পরিবারের পক্ষেও সম্ভব নয়। এ জন্যে যেখানে মাস্তান বা বদমাইশি মার্কা চলচ্চিত্র মুক্তিদান করে সমস্ত প্রশংসা 'আল্লাহর' জন্য বিজ্ঞাপন দিতে পারে, সেখানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের অভিব্যক্তিতে ভেসে আসে, সমস্ত প্রশংসা মুদির দোকানীর জন্য--- সমস্ত প্রশংসা তরকারি দোকানীর জন্যে, সমস্ত প্রশংসা না খেয়ে থাকায় অভ্যস্ত পেটগুলোর জন্যে যা অসীম কারিগরি দক্ষতায় আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষকদের ঘুষ নেই, পরীক্ষার হলে আদর্শ বিস্তার করতে চাইলে অথবা যোগ্যতাবলে নয়, যোগ্যতম হবার শক্তি থাকা ব্যক্তিদের সন্তানের নকল সাপ্লাইয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে ঝুঁকি আছে বেশ। 'টিউশানি?' অনেকেই পারেন না। কেউ কেউ পানও না। কারো যোগ্যতা নেই, কারো ছাত্রছাত্রীদের ওপেন সেক্রেট শর্তের কাছে মাথা নোয়াবার মানসিকতা নেই। কেউ কেউ 'টিউশানি' করে জীবন বাঁচাতে হবে--এসব উচ্চাভিলাষ নিয়ে পড়াশুনাও করেননি।

অবশ্য, রসিদ ছাড়া রসদ গ্রহণ, প্র্যাকটিক্যালের ভয় দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করানো, প্রতিষ্ঠানের ক্যাশবুকের ওপর অপারেশন চালানো, ভুয়া কর্মচারীর নামে সম্মানী ভাতা গ্রহণ, ব্যক্তিগত খাতারের খরচ প্রতিষ্ঠানের নামে চালানোর নজির আছে। নজির আছে অনেক, ব্যক্তির সংখ্যা কম। এ দিয়ে লাখ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর 'শুভদিনকাল' ভাবা ঠিক নয়।

সরকারী অনুদান, বাজার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানের দেয় সম্মানী কমে যায়--ফলে ভোগান্তি বাড়ে। প্রতিষ্ঠানের অংশে যা পাওয়া যায় তাতে ঘরভাড়া হলেও ঘরণী রাখার কিছু থাকে না। ঘরণী রাখার জন্য ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে ঘুরতে হয়। এ সুখের হয় না। ঈদের কোলাকুলির সময় একপক্ষ দোয়া কালাম পড়েন, অন্যপক্ষ অনেক সময় কোলাকুলি করতে করতে বলেন, স্যার ট্যাহা কয়ডা দিলাইননা। - - - শিক্ষিত মানুষ দেইখ্যা নয়লে গলায় গামছা দিয়্যা আদায় করতাম।

কেউ কেউ গায়ে আগুন দিয়ে পেটের আগুন, ইজ্জত পোড়ার আগুন নেভাতে চান— আবার থামেন। এ কোন একজনের সমস্যা নয়, এ শিক্ষককুলের সমস্যা। কেউ কেউ প্রেসক্লাবের সামনে অনশন 'কর্মসূচী' পালন করতে চান---ভয়, কোন জাতীয় ব্যক্তির পুকুরের রস নিয়েও অনশন ভাঙার জন্যে আসবেন না।

কেন আসবেন না? আসবেন না এ কারণে যে, শিক্ষিত জনসমষ্টিকে ওপরতলার মানুষরা বড় বেশী ভয় পান। ওরা দুর্নীতিপরায়ণ সমাজসৃষ্টির পরিবেশকে স্বাগত জানান--এতে প্রতিবাদের হাত গড়ে ওঠার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কেরানী-আরদালী হবার যোগ্যতা নেই এমন মানুষেরা দেশসেবার ব্রত নেয়--শাসন শোষণের সার্থক জ গিয়ে একদিন শোষণের ঠোঁট পায়, শাসনের হাতিয়ার পায়, বুক ফুলিয়ে বলে, 'আজকাল লেখাপড়ার দাম নাই।' এদেশে গাধা নেই, চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জরিপ করেছেন। লাখ লাখ টাকা খরচ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এদেশের শিক্ষককুলের দিকে চোখ ফেরালে গাধাপ্রতি টাকার অঙ্ক নামালেও চলবে। গাধার মানও উন্নত পাওয়া যাবে।

এব্যাপারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

জে, এইচ, মোল্যা,
টঙ্গী কলেজ, টঙ্গী, গাজীপুর।